দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 27 FEB 2014
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৮

বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে সাড়ে ২৬ কোটি ডলার ঋণ চুক্তি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মান উন্নয়নে চলতি একটি প্রকল্পে সহজ শর্তে বাড়তি সাড়ে ২৬ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে বিশ্বব্যাংক। নতুন অর্থবছরের মধ্যে ২১৫ উপজেলার প্রায় ৪৫ লাখ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা পাবে। এ উপলক্ষে গতকাল রাজধানীর আগারগাঁওস্থ এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষে একটি চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়োহানেস জাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন

সরকারের বাস্তবায়নাধীন 'সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট' (এসইকিউএইপি) শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রমের ধারাবাহিকতার জন্য এ বাড়তি ঋণ দেয়া হচ্ছে।

২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডা) প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সহজ শর্তে ১৩ কোটি ৭ লাখ মার্কিন ডলার ঋণ প্রদান করে। প্রকল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আরও ২৬ কোটি ৫০ লাখ ডলার ঋণ সহায়তা দিচ্ছে সংস্থাটি।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ইয়োহানেস জাট বলেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষায় বাংলাদেশের অর্জন উল্লেখযোগ্য। দেশের শিশুদের শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে ভবিষ্যতের দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব। এ ধরনের প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র শিশুদের মাঝে শিক্ষার বিস্তারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

এসময় জানানো হয়, দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির ফেলপ্রস কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা রক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষকদের নির্দিষ্ট বিষয়ে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং মেধাবী শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও নির্দিষ্ট মানদণ্ডে ভালো স্কুলগুলোকে উৎসাহব্যঞ্জক আর্থিক সুবিধা প্রদান করাই ঋণের উদ্দেশ্য। এছাড়া দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের মাধ্যমে সমতা এবং সমান প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়ন, অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, মনিটরিং সিস্টেম জোরদার, পাঠ্যসূচির বাইরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপযোগী বিষয়ের ওপর পাঠ্যাভাস গড়ে তোলাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

প্রকল্পটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ২০০৮ সালের জুলাই থেকে ২০১৪ সালের জুন পর্যন্ত থাকলেও অতিরিক্ত অর্থায়নের কারণে তা বৃদ্ধি করে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত করা হয়েছে। অর্থের উপর বার্ষিক শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ হারে সার্ভিস চার্জ প্রদান করতে হবে। দশ বছরের রেয়াত সুবিধাসহ ৪০ বছরে এ ঋণ পরিশোধ করতে হবে।